গারো নামের ইতিবৃত্ত
হিমেল রিছিল

গারো নাম বা শব্দের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। একাধিক ঐতিহাসিকগণের মতে, গারো শব্দের উৎপত্তি হতে পারে গারোদের একটি দল 'গারা-গানিচং' থেকে বা গারোদের দলপতির নামের 'গারু' অংশ থেকে। গৌড় রাজ্যের 'গৌড়' শব্দ থেকে গারো নামের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করেন গারো সাহিত্যের বেশ কজন বিদগ্ধজন। প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখিত 'গারুদা' বা 'গারুদাস' থেকেও 'গারো' শব্দের উদ্ভব ঘটতে পারে বলে ঐতিহাসিকগণ মত দিয়েছেন। 'গারু প্রদেশ' বা 'গারু মান্দাই' থেকে 'গারো' নামের উৎপত্তি হতে পারে এই অনুমানটিও বেশ যৌক্তিকতাপূর্ণ। বোড়ো ভাষার শব্দ 'গাও' বা 'গাওরো' থেকে 'গারো' নামের উদ্ভব সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটি ঐতিহাসিক এবং ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সন্তোষজনক বলে মনে করেছেন কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ। কারো কারো মতে, 'গারো' নামটি গারোভিন্ন অন্য জাতিসত্তার দেওয়া একটি নাম। তবে শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবেই ঘটুক না কেন 'গারো' পরিচয়টিই এখন গারোদের অফিসিয়াল আইডেন্টিটি। আলোচ্য অংশে গারো নাম বা শব্দের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত ঐতিহাসিকগণের মতামতগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

Major A. Playfair তাঁর 'The Garos' বইটিতে উল্লেখ করেছেন, "The origin of the name "Garo" has been the subject of some conjecture….In the southern portion of the hills there exists a division of the tribe who call themselves Gara or Ganching. These people are not far removed from the Mymensingh district, from which direction the Garo were first approached by Europeans or Bengalis. It is therefore not likely that this division of the tribe first received their appellation of Gara, that the name was extended to all the inhabitants of the hills, and that in time it became corrupted from "Gara" to "Garo"."[১] তাঁর মতে, 'গারো' শব্দের উৎপত্তি এই 'গারা' থেকে। অর্থাৎ 'গারা' শব্দের বিকৃতরূপই হচ্ছে 'গারো'। তবে গারো নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ অনুমান নির্ভর বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

তিনি আরও লিখেছেন, "Another theory which has its foundation on the story of the migration from Tibet which I have given elsewhere, is that one of the original leaders of the migration was named Garu, and that he gave his name to the tribe. In one of old songs I find the country of their origin referred to as 'Garu A·song' or the country of Garu."[২] অর্থাৎ অন্য আরেকটি তত্ত্ব মতে, অত্রাঞ্চলে গারোদের আগমন যাঁর নেতৃত্বে ঘটেছিল তাঁর নাম ছিল 'গারু' এবং তাঁর নাম থেকেই 'গারো' নামের উৎপত্তি।

Jayanta Bhusan Bhattacharjee তাঁর 'The Garos and the English 1765 to 1874' বইটিতে মেজর এ. প্লেফেয়ারের দেওয়া তত্ত্বগুলো সমর্থন করে বলেছেন, "There are two theories on this point. The first suggest the word to be a corruption of the name of one of the sub-divisions of the tribe, while second of a leader. The southern part of the hills are inhabited by a section of the tribe called 'Gara-Ganching'….Another theory was that one of the original leaders of Garo migration from Tibet to their present tract was one 'Garu', and he gave his name to the tribe."[৩]

---

১. Playfair, A., The Garos, (1909), পৃষ্ঠা-৭
২. প্রাগুক্ত
৩. Bhattachaijee, J.B., The Garos and the English 1765 to1874, (1978), পৃষ্ঠা-৯

তবে Julius L. R. Marak তাঁর 'The Garo Customary Laws and Practices' বইটিতে মেজর এ. প্লেফেয়ারের দেওয়া তত্ত্বগুলো নাকচ করে বলেছেন, "The presumption made by A. Playfair that the word 'Garo' is a corruption of Gara or Ganching does not hold good. The Gara or Ganching division of the tribe occupies a small portion of the south of Garo Hills district. This name Gara or Ganching is a dialectical group of the Garo tribe, whereas, the Garos are already there in the districts of Mymensingh and Cooch Behar. If any foreign visitor came in contact with any of the Garos, he would have contacted Garos of Sylhet or Mymensingh district."[৪]

অন্য আরেকটি প্রচলিত ধারণা মতে, গারো শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে 'গৌড়' শব্দ থেকে। বিভিন্ন বই-পুস্তকে গৌড় রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। R. C. Majumdar, H. C. Roychoudhury, Kalikinkar Datta কর্তৃক রচিত 'An Advanced History of India' বইটিতে বলা আছে, "...Ikhtiyar-ud-din Muhammad, son of Bakhtiyar Khalji, who had driven Lakshmapa Sena from Nadia possibly to Eastern Bengal, to a place near Dacca, where the Sena power survived for more than half a century and had made Gaur or Lakhnauti, in the modem Maldah district, the seat of his government."[৫]

William Carey তাঁর 'The Garo Jungle Book' বইটিতে উল্লেখ করেছেন, "There is a legend that one Shanka, a king of Garo affinities, centuries before the Christian era, founded the city of Gour, which for two thousand years remained the capital of Bengal. Gaur and Garo may, therefore, be more closely allied than by similarity of sound."[৬]

২০০৯ সালে বোডো সাহিত্য সভার ৪৮তম বার্ষিক কনফারেন্স-এ প্রকাশিত সুভ্যেনিয়র-এ কানুরাম হাজং তাঁর 'Boro, Garo Aru Hajong Samajar Samkritik Sadishya' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে 'গৌড় রাজ্য' নামে একটি রাজ্য ছিল। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় আগমনের পূর্বে তারা গৌড় রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। গৌড় রাজ্য থেকে আসার কারণেই তারা 'গারো' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।"[৭]

Julius L. R. Marak তাঁর 'The Garo Customary Laws and Practices' বইটিতে উল্লেখ করেছেন, "In the history of India, we find that there existed a flourishing civilized kingdom of Gaur around the year c. 1000 A.D. Before the advent of the Muslims in North-east India, the Kingdom of Gaur in Bengal was an independent one."[৮] তিনি D. S. Rongmuthu রচিত 'The Gaur Kingdom' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "Another irrefutable proof of the Garos being Gaurs or Gours is that BOONEAH (or Nokma) is still the head of a sib or clan amongst the ancient Gaurs. The name 'GARO' is believed by a number of learned scholars to be but a corruption of name 'GAUR'. Elsewhere, in an old record, it is written of Shangkal, who built the capital city of Gaur of Bengal, as 'SHANGKAL', the Garo king of Gaur."[৯]

---

৪. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000) পৃষ্ঠা-৫
৫. Majumdar, R.C., Roychoudhury, H.C., Datta, Kalikinkar, An Advanced History of India, (1960), পৃষ্ঠা-২৮০
৬. Carey, William, The Garo Jungle Book, (1919), পৃষ্ঠা-৩
৭. Sovenir, The 48th Annual Conference of Bodo Sahitya Sabha, (2009), পৃষ্ঠা-২০
৮. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৫
৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, op. cit. Rongmuthu, D.S., The Gaur kingdom, North-Eastern Spectrum, Vol. lll, No. 1-3, (1978), পৃষ্ঠা-১৫

তবে এই তত্ত্বটিকে তিনি প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। গৌড় রাজ্য যে প্রকৃতপক্ষে গারোদের রাজ্য ছিল এমনটি ইতিহাসের কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নেই। তাঁর ভাষায়, "Yet another opinion which says that the word is a corruption of the name Gaur or Gour to Garo is also very vague. This is not clearly shown or proved in any historical records that the ancient kingdom of Gaor or Gour really belonged to the Garo kings."[১০]

Nagendranath Vasu প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, 'গারুদাস' থেকে 'গারো' শব্দের উৎপত্তি। তিনি তাঁর 'The Social History of Kamrupa' বইটিতে উল্লেখ করেছেন, "In ancient times Garos were known as Garudas. The white palace of Garuda situated on a mountain on the shores of the Lohitasagara, refers very probably to the residence of these Garudas on Garo hills. In the Mahabharata Garuda is described as sworn enemy to the snake and is given the epithet of "Kiratasin" (devourer of Kiratas)....It is said in the Bhabishya and Samba Puranas that Garuda brought the Maga or Scythian Brahmins to India. It is needless to mention that this story is used figuratively in the Puranas. The Garos even in the present day carry persons on the two wings made of bamboo fixed on their back. It is probable that these were the people who carried the Magii on their wings from the remote Central Asia into this country."[১১]

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "In those days the Sadanira or Karatoya, and the Lauhitya (modern Brahmaputra) probably flowed into this part of the Sea, which in the Ramayana and the Mahabharata has been called the Lohita-sagara (Red Sea). In describing the Eastern quarter the Ramayana has the following: The terrible Lohita-sagara is full of red waters; not far from it is the home of Garuda, king of birds, upon a mountain top, on the summit of which dwells a class of monsters called Mandeha. Now this home of Garuda, as described in the Ramayana, is evidently the Garudachala now known as the Garo hills and also called Manda-saila in the Joginitautra, probably after the Mandehas mentioned above."[১২]

Shri Anjanjyoti Borah তাঁর থিসিসগ্রন্থ 'Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society'-তে উল্লেখ করেছেন, "P. C. Nath agrees that the bird which tried to rescue Sita from Ravana was the king of birds Garuda and the name *Garo* has been derived from the name 'Garuda'."[১৩]

অন্যদিকে গারো ইতিহাসবিদ Jobang D. Marak-এর মতে, গারোদের পূর্বপুরুষরা তিব্বতের যে স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল তার নাম ছিল 'গারু প্রদেশ'। তিনি অনুমান করেন, 'গারু প্রদেশ' থেকেই 'গারো' নামের উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে। হিমালয়ের অপর প্রান্তে এখনো 'গারু প্রদেশ' নামে একটি প্রদেশ রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা 'গারু মান্দাই' নামে পরিচিত।[১৪] আবার Mihir N. Sangma-এর মতে, 'গারো' শব্দটি বোডো ভাষা থেকে উদ্ভূত।[১৫]

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮

১১. Vasu, Nagendranath, The Social History of Kamrupa, Vol. l (Hamdyana, Kishkindhya, Chapter 40, Sloka 41), (1922), পৃষ্ঠা-৯৬

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০, ২১

১৩. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৪

১৪. Marak, D. Jobang, The Garo History (A·weni Aganna), (1933), পৃষ্ঠা-১

১৫. Sangma, M.N., The Garos-'Name, Meaning and Origin', an article in The Hill Societies Their Modernization, Edited by M.S. Sangma, (1995), পৃষ্ঠা-৩৩

জুলিয়াস আর. মারাক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "Yet another source says that the word 'Garo' is derived from a Bodo word, Bodos being the Tribe from which 'Goa' has been separated from them. In the Bodo language 'Goa' means to separate and migrate, and Gaoro-Gaolang means to become separate gradually. The Bodos and the Dimasa called the tribe has separated from them as 'Gao' or 'Gaoro'. The Bodos consider Garos as one of their brothers who have been separated from them earlier during the migratory period. They call these separated brothers as, 'Gao' or 'Gaoro' meaning separated and migrated to another place. The word, 'Garo' might have been used in later years."[১৬]

বলা হয়, গারোরা ভাষাগত এবং জাতিগত দিক থেকে 'বোড়ো' পরিবারের অন্তর্গত। It is commonly agreed that linguistically and ethnologically, the Garos belong to the Bodo family.[১৭] The Lexico-Statistical Dating Analysis shows that both the Bodos and the Garos spoke the same language in the first millennium B.C.[১৮]

তবে জুলিয়াস আর. মারাক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "The theory that the word Garo is a corruption of the name Gao or Gaoro has little value. The Garos belong to the Bodo group and are member of the Tibeto-Burman and Siamese-Chinese races. This also does not give a clear picture whether the Garos and the Bodos were once together."[১৯]

তিনি আরও তত্ত্ব যোগ করে বলেছেন, "The Garos when they first migrated from Tibet settld for nearly 400 years in the land known to the Garos as 'A·song patari, chiga sunari (Cooch Behar)'. While in the Cooch Behar district, the Garos food consisted of meat, very offensive to the plains tribes. The Cooch Behar king having failed to stop them from their habit of taking this meat, 'Sua ste Nangana, jat manijana' (Casteless society), did not allow them to stay in his kingdom and began oppressing them. Thus, the Cooch Behar people with whom the Garos first came into contact, gave them the name 'GAURU' (slang) which means a beef eater or a fool. Thus, the name, 'Garo' is believed to be a corrupt form of 'Gauru'."[২০]

অন্যদিকে Francis Hamilton রচিত এবং Dr. S. K. Bhuyan কর্তৃক সম্পাদিত 'An Account of Assam' গ্রন্থে বলা আছে, "My informants say that Garo is a Bengalese word, nor do they seem to have any general word to express their nation, each of the tribes into which it is divided having a name peculiar to itself."[২১] Edward T. Dalton-এর মতে, নাগাদের মতোই 'গারো' টার্মটিও হিন্দুদের দেওয়া।[২২]

---

১৬. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, ৭, op. cit. Shri Moniram Mochari, Village Merbangsuba, District Darang, Assam, 20.11.1979
১৭. Gassah, L.S., ed. Garo Hills Land and the People, (1984), পৃষ্ঠা-১২৩
১৮. Sangma, M.N., The Garos-'Name, Meaning and Origin', an article in The Hill Societies Their Modernisation, Edited by M.S. Sangma, (1995), op. cit. p. 33
১৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮
২০. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, op. cit. Shri Nitiram Sangma, Village Nongchram, East Garo Hills, 17.07.1979
২১. Hamilton, Francis, Edited by Bhuyan S.K., An Account of Assam, (1940), পৃষ্ঠা-৮৯
২২. Dalton, Edward T., Tribal History of Eastern India (1872), পৃষ্ঠা-৫৯

তবে জুলিয়াস আর. মারাক বলেছেন, “The theory which says that the word Garo is a word of contempt, Garuru (slang) used by outsiders is also hard to believe. Till today, the exact meaning of the word Garo cannot be explained properly by anyone. Of course, the word Garo is etymological. Every author gives his own interpretation or presumption.”[২৩]

ড. (রেভা.) গিলবার্ট মারাক-এর মতে, ‘গারো’ টার্মটি ‘গাআ’ এবং ‘রোরো’ এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। ‘গাআ’ অর্থ হানা দেওয়া বা আক্রমণ করা এবং ‘রোরো’ অর্থ নিরবচ্ছিন্ন বা অক্লান্ত। অর্থাৎ যারা নিরবচ্ছিন্ন বা অক্লান্ত হানাদার (continuous invader) তারাই ‘গারো’।[২৪]

Shri Anjanjyoti Borah তাঁর থিসিসগ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যসূত্র সন্নিবেশ করে বলেছেন, “*Mr. Surosen G. Momin,* former president of *Garo Sahitya Sabha* says that the word *‘Garo’* is actually not an *A·chik* word. The *Garos* mainly adopt jhum system of cultivation which is known the Assamese as *‘Gari’* system. *A·bri* and *A·chik* word means hill. *‘A·ba cha·ram a·bri’* in *A·chik* language means the hill where the jhum cultivation is done. In course of time *‘Gari’* distorted to *‘Garo’.* The British started to call the hilly region the *“Garo Hills”* where the tribe practicing jhum cultivation lives. Some *Garo* people felt that during early days taking advantage of their innocence and ignorance they were called *“Gadha Garu”* (meaning fool like a cow) by others. S.N. Dubey says that the term *Garo* was given to them by non-tribal of plains people. The English people began to call this people as *Guru* and later on as *‘Garo’.*”[২৫]

তিনি ‘গারো’ শব্দের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে বোড়ো ওরিজিনকে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, “The theory of Bodo origin of the *Garos* seems to be most convincing explanation both from historical and linguistical points of view. The *Garos* and the *Bodos* are the members of the *Bodo* dialect family which had spaned out from the Tibeto-Burman linguistic group. In their dialect *‘Bod’* means ‘snow’ and *‘Bod-B·isa’* means ‘children of snow’. The meaning of ‘*Bod-Bi·sa’* is same both *Bodo* and *Garo* language. Both *Bodos* and *Garos* consider *Bod Bi·sa* as children of snow. Dr. Milton Sangma says that *‘Bod’* is also a Tibetian language. So he holds the view that *‘Bodo’* speaking people had migrated from Tibet.[২৬]

---

২৩. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮
২৪. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৫
২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
২৬. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), op. cit. পৃষ্ঠা-৩৬, Sangma, M.S., Editor, The Hill Societies Their Modernisation, (1995), পৃষ্ঠা-৩৩

তিনি যোগ করেন, "It is also mentioned earlier that the word *'Garo'* is a word supposed to have been given either by the Bengali or the Assamese communities. It is convincing that the term is coined by some non-*Garo* communities. From the foregoing discussion it may be inferred that most of the theories on the origin of the word *'Garo'* are mere suppositions. Interesting fact is that the *Garos* never call themselves *'Garo'* by which the community is known both officially and unofficially. Only the theory of *Bodo* origin seems to bear some convincing explanation regarding the origin of the word *'Garo'*".[২৭]

মণীন্দ্রনাথ মারাক তাঁর 'গারো নামের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন,"গারোদের জন্য এই নাম খুব সম্ভব ব্যঙ্গ করেই দেওয়া হয়েছে। কারণ, অতীতে গারোরা সমভূমিতে বিজাতীয়দের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। যারা নতুন নতুন রাজ্য বিস্তারে আশায় এই এলাকায় অভিযার চালিয়েছে তাদের সঙ্গে গারোদের অনেক সংঘর্ষ হয়েছে। এমনকি কোনো এক বিশেষ রাজার সাথে তাদের বারবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে কোনো কোনো যুদ্ধে বিজাতীরা জিতেছে এবং কোনো কোনো যুদ্ধে গারোরা জিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধ-বিহগ্রহের কথা গারোদের গল্প-কাহিনীগুলো হতে জানা যায়। গারোবাধা, বাঙালকাটা, গারোমারি প্রভৃতি স্থানের নাম যুদ্ধ-বিগ্রহ হতেই উদ্ভব হয়েছে। খুব সম্ভব বারবার অভিযান এবং যুদ্ধ করেও গারোদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে কিংবা বিরত রাখতে না পারায়, গারোরা বড় 'ঘাড়শক্ত' চলিত ভাষায় 'ঘাড়ুয়া', 'গারুয়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যঙ্গ করে বলা হতেই বর্তমানে 'গারো' শব্দটি এসেছে।"[২৮]

তবে জুলিয়াস আর. মারাক 'গারো' নামের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে নাগেন্দ্রনাথ বসুর দেওয়া তত্ত্বটিকে সমর্থন করছেন। তিনি বলেছেন, "The last theory that the word Garo is a corrupt form of the word, Garu or Garudas or Garuda holds good. Their forefathers always spoke of their migration from Tibet, and passed on to generations in Epic Lore (Katta Aganna) about the Garu Mandai. There was some truth in it. This Epic Lore of Garos speaks in terms of 'A·chik' or 'Mande' and never in terms of Garo. Their forefathers failed to pass on their verbal traditions to their descendents about the present use of the word Garo because the very word did not exist then, this word was coined by outsiders later being evolved gradually. When the Garos migrated from Tibet they were known as Garu Mandai. When they settled down in India during the Vedic period they began to be calld as 'Kiaratas'. Laters, the Garos came to be known as Garudas during the age of the Ramayana and Garuda in the Mahabharata period. The British writers called them 'Garrow' for 'Garo'. Thus, in course of time Garu became Garo."[২৯]

তিনি আরও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ গবেষণার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "Many writers have tried to trace the origin of the word 'Garo' without any satisfactory results."[৩০] However, the above evidence may not be sufficient to convince a man about the etymon of the word Garo. Further investigations might be necessary."[৩১]

অন্যদিকে মণীন্দ্রনাথ মারাক তাঁর প্রবন্ধে যোগ করে বলেন, "গারো হিলসের গারোরাই সাধারণত গারো হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এর বাইরে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশেও গারো রয়েছে। জাতি হিসেবে তারা সকলেই এক এবং সর্বত্রই গারো নামেই পরিচিত। আর এই পরিচয়ই এখন তাদের আসল পরিচয়।"[৩২]

---

২৭. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৯

২৮. মারাক, মণীন্দ্রনাথ, গারো নামের ইতিবৃত্ত, জানিরা, (১৯৭৮)

২৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮, op. cit. Eliot, John, Observations on the inhabitants of the Garrow Hills, made during a public deputation the Years, 1978 and 1979, Asiatic Researches, lll, (1972), p. 17

৩০. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৪

৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

৩২. মারাক, মণীন্দ্রনাথ, গারো নামের ইতিবৃত্ত, জানিরা, (১৯৭৮)

তথ্যসূত্র

১. Playfair, A., The Garos, (1909), পৃষ্ঠা-৭
২. প্রাগুক্ত
৩. Bhattachaijee, J.B., The Garos and the English 1765 to1874, (1978), পৃষ্ঠা-৯
৪. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000) পৃষ্ঠা-৫
৫. Majumdar, R.C., Roychoudhury, H.C., Datta, Kalikinkar, An Advanced History of India, (1960), পৃষ্ঠা-২৮০
৬. Carey, William, The Garo Jungle Book, (1919), পৃষ্ঠা-৩
৭. Sovenir, The 48th Annual Conference of Bodo Sahitya Sabha, (2009), পৃষ্ঠা-২০
৮. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৫
৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, op. cit. Rongmuthu, D.S., The Gaur kingdom, North-Eastern Spectrum, Vol. lll, No. 1-3, (1978), পৃষ্ঠা-১৫
১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮
১১. Vasu, Nagendranath, The Social History of Kamrupa, Vol. l (Hamdyana, Kishkindhya, Chapter 40, Sloka 41), (1922), পৃষ্ঠা-৯৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০, ২১
১৩. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৪
১৪. Marak, D. Jobang, The Garo History (A·weni Aganna), (1933), পৃষ্ঠা-১
১৫. Sangma, M.N., The Garos-'Name, Meaning and Origin', an article in The Hill Societies Their Modernization, Edited by M.S. Sangma, (1995), পৃষ্ঠা-৩৩
১৬. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, ৭, op. cit. Shri Moniram Mochari, Village Merbangsuba, District Darang, Assam, 20.11.1979
১৭. Gassah, L.S., ed. Garo Hills Land and the People, (1984), পৃষ্ঠা-১২৩
১৮. Sangma, M.N., The Garos-'Name, Meaning and Origin', an article in The Hill Societies Their Modernisation, Edited by M.S. Sangma, (1995), op. cit. p. 33
১৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮
২০. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৬, op. cit. Shri Nitiram Sangma, Village Nongchram, East Garo Hills, 17.07.1979
২১. Hamilton, Francis, Edited by Bhuyan S.K., An Account of Assam, (1940), পৃষ্ঠা-৮৯
২২. Dalton, Edward T., Tribal History of Eastern India (1872), পৃষ্ঠা-৫৯
২৩. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮
২৪. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৫
২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬
২৬. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), op. cit. পৃষ্ঠা-৩৬, Sangma, M.S., Editor, The Hill Societies Their Modernisation, (1995), পৃষ্ঠা-৩৩
২৭. Borah, S., Anjanjyoti, Changing Status of Women in Matrilineal Garo Society: A Case Study of the Resubelpara Development Block under East Garo Hills district of Meghalaya, (2010), পৃষ্ঠা-৩৯
২৮. মারাক, মণীন্দ্রনাথ, গারো নামের ইতিবৃত্ত, জানিরা, (১৯৭৮)
২৯. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৮, op. cit. Eliot, John, Observations on the inhabitants of the Garrow Hills, made during a public deputation the Years, 1978 and 1979, Asiatic Researches, lll, (1972), p. 17
৩০. Marak, J.L.R., The Garo Customary Laws and Practices, (2000), পৃষ্ঠা-৪
৩১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯
৩২. মারাক, মণীন্দ্রনাথ, গারো নামের ইতিবৃত্ত, জানিরা, (১৯৭৮)